

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ



আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ



সিয়াম কত প্রকার ও কী কী?

চার প্রকার। যথা ১. ফরজ, ২. নফল, ৩. মাকরুহ ৪. হারাম।

প্রথমত : ফরয সিয়াম :

- (ক) রমযান মাসের সিয়াম
- (খ) কাযা সিয়াম
- (গ) কাফফারার সিয়াম
- (ঘ) মাল্লত সিয়াম

দ্বিতীয়ত : নফল সিয়াম

- (ক) শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম
- (খ) যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের সিয়াম
- (গ) আরাফাতের দিনের সিয়াম
- (ঘ) মুহাররম মাসের সিয়াম
- (ঙ) আশুরার সিয়াম
- (চ) প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫- এ তিন দিনের সিয়াম
- (ছ) সাণ্ডাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম
- (জ) শাবান মাসের সিয়াম
- (ঝ) দাউদ (আঃ)'র সিয়াম
- (ঞ) বিবাহে অসামর্থ ব্যক্তিদের সিয়াম।



তৃতীয়ত : মাকরুহ সিয়াম

- (ক) হাজ্জ পালনরত অবস্থায় আরাফাতের দিনের সিয়াম
- (খ) বিরতীহীনভাবে সিয়াম পালন
- (গ) পানাহার বিহীন সিয়াম
- (ঘ) কেবলমাত্র জুমুআর দিনের সিয়াম
- (ঙ) শুধুমাত্র শনিবারে সিয়াম

চতুর্থত : হারাম সিয়াম :

- (ক) দু' ঈদের দিন এবং কুরবানীর ঈদের পরবর্তী ৩ দিন
- (খ) সন্দেহ পূর্ণ দিনের (৩০শে শাবান) সিয়াম
- (গ) স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল সিয়াম
- (ঘ) মহিলাদের হায়েয নিফাসকালীন সময়ের সিয়াম
- (ঙ) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সিয়াম।

১। চাঁদ দেখা	৯। ইফতার ও সাহরীতে খেজুর খাওয়া	১৭। কুর'আনের সাথে সম্পর্ক করা, পুরু কুর'আন পড়া	২৫। লাইলাতুল কদর তালাশ করা	সময় মত সালাত আদায় করা
২। সিয়াম আদায় করা	১০। সারাদিনই দু'আ করতে থাকা	১৮। কুর'আন শুনানো ও শুনতেন	২৬। কদরের রাতে বিশেষ দু'আটি পড়া	সহীহভাবে কুরআন শেখা: মুখস্থ করা(কিছু কমপক্ষে)
৩। তারাবীহ আদায় করা	১১। সব ধরনের পাপাচার থেকে বিরত হওয়া	১৯। সাদাকা করা	২৭। ফিতরা আদায় করা	অপরকে কুরআন পড়া শেখানো
৪। সাহরী খাওয়া	১২। বিশেষ ভাবে মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা	২০। তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা	২৮। ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই রোযার নিয়ত করা।	ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা:
৫। সাহরী শেষ সময়ে	১৩। বাগড়া থেকে দূরে থাকা	২১। উমরাহ আদায় করা	তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা	দাওয়াতে ধীনের কাজ করা
৬। ইফতার করা	১৪। ভালো কাজে অগ্রসর হওয়া	২২। বেশী বেশী মিসওয়াক করা	উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা:	আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা:
৭। ইফতার দ্রুততার সাথে করা	১৫। চোখের পানি ফেলে দু'আ করা ক্ষমা লাভের	২৩। শেষ দশ দিন ইতিকাহে বসা	কুরআন বুঝা ও আমল করা	আল্লাহর যিকর করা
৮। ইফতারের দু'আ করা	১৬। রোজাদারকে ইফতার করানো	২৪। বেশি বেশি ইবাদাত করা	শুকরিয়া আদায় করা	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রমাদান মাসের
গুরুত্বপূর্ণ
আমলগুলো

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দু'আ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا
تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

আল্লাহ-হু আকবার, আল্লাহ-হুমা আহিল্লাহ 'আলাইনা বিলআমনি ওয়ালইমানি
ওয়ালসলামা-মাতি ওয়াল-ইসলা-মি, ওয়াত্তাওফীকি লিমা তুহিব্কু রব্বানা ওয়া তারহা,
রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লাহ)

“আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের উপর উদ্দিত করুন
নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে; আর হে আমাদের রব্ব! যা আপনি
পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন তার প্রতি তাওফীক লাভের সাথে।
আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং তোমার (চাঁদের) রব্ব।” সহীহত তিরমিযী, ৩/১৫৭।

ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَّتِ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ক) (যাহাবায-যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ-হু)।
“পিপাসা মিটেছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং আজর চান তো সওয়াব সাব্যস্ত
হয়েছে।” আবু দাউদ ২/৩০৬, নং ২৩৫৯, সহীহুল জামে' ৪/২০৯।

শবে কদরের রাতে পড়ার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লাহুমা ইয়্যাকা আ'ফুউউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ম্মী
আয়েশা রা. বলেছেন: হে রাসূলুল্লাহ! যদি আমি জানি কোন রাতে লাইলাতুল কদর
তবে আমি সেই রাতে কি বলবো? তিনি সা. বললেন, বল: আল্লাহুমা ইয়্যাকা
আ'ফুউউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ম্মী
হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাকারী, বড়ই অনুগ্রহশীল। মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ
কর। তাই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আল জামে আত তিরমিযী

তাহাজ্জুদ সালাতে দু'আ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ
" اللَّهُمَّ لَكَ الخَنْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الخَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الخَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَفُؤَادُكَ حَقٌّ، وَفُؤَادُكَ حَقٌّ،
وَالخَيْتَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالتَّيْبُونُ حَقٌّ، وَسُحُوتُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ أَمُنْتُ، وَاللَّيْلُ أَنْبَثُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَاللَّيْلُ حَاكِمْتُ، فَاعْفُزْ لِي مَا قَدَّمْتُ
وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَزْتُ، وَمَا أَظْلَمْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ - لَا إِلَهَ
غَيْرُكَ "

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদের সালাতে
দাঁড়াতেন, তখন বলতেনঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি
রক্ষক আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে আছে, আপনিই তাদের
নূর। আর যাবতীয় প্রশংসা শুধু আপনারই। আসমান যমীন এবং এ দু'এর মধ্যে
যা আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়িম রাখার একমাত্র মালিক আপনিই। আর
সমূহ প্রশংসা একমাত্র আপনারই। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য,
আখিরাতে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করা সত্য, বেহেশ্ত সত্য, দোযখ সত্য,
কিয়ামাত সত্য, পয়গম্বরগণ সত্য এবং মুহাম্মাদ সত্য। হে আল্লাহ! আপনারই
কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি একমাত্র আপনারই উপর ভরসা রাখি। একমাত্র
আপনারই উপর ঈমান এনেছি। আপনারই দিকে ফিরে চলছি। শত্রুদের সঙ্গে
আপনারই সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করি। আপনারই নিকট বিচার চাই। অতএব
আমার আগের পরের এবং লুকায়িত প্রকাশ্য গুনাহসমূহ আপনি ক্ষমা করে দিন।
আপনি কোন ব্যক্তিকে অগ্রসরমান করেন, আর কোন ব্যক্তিকে পশ্চাদপদ করেন,
আপনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই।

সহিহ বুখারি(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৬৫)

যা করণীয় নয়:

রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা দরকার, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

1. বিলম্বে ইফতার করা
2. সাহরী না খাওয়া
3. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত থাকা
4. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা
5. অপচয় ও অপব্যয় করা
6. তিলাওয়াতের হুক আদায় না করে কুরআন খতম করা
7. জামা'আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা করা
8. বেশি বেশি খাওয়া
9. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা
10. বেশি বেশি ঘুমানো
11. সংকট তৈরি করা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য
12. অশ্লীল ছবি, নাটক দেখা
13. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ করা
14. বিদ'আত করা
15. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা



“হে লোকেরা! তোমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার কাজ করো এবং সেইদিনটিকে ভয় করো, যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের কোনোই উপকারে আসবে না, আর সন্তান ও পিতার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে। আর বড় প্রতারক শয়তান যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে।” সূরা লোকমান-৩৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَا وَالْبَسْمَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ও বাধ্য হয়ে ঘটে যাওয়া পাপরাশি মাফ করে দিবেন। (ইবন মাজা : ২০৪৫)



রমাদান মাসে করনীয়ঃ

১। চাঁদ দেখাঃ

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করো।’ -সহীহ বোখারি: ১৯০০

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “‘তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ এবং নতুন চাঁদ দেখলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা।” [বুখারী, হাদিস নং ১৯০৭ ও ১৯০৯]

২। সিয়াম আদায় করাঃ ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য রমাদান মাসের প্রধান আমল হলো সুম্মাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন: “সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে” [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]

সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে” [সহীহ বুখারী : ২০১৪] “যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাছাড়া আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন”। [সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]

যে ব্যক্তি কোন ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রামাদান মাসের একটি রোযা ভংগ করে, তার সারা জীবনের রোযা ছাড়াও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। আত তিরমিযী: ৬৭১

৫। সাহরী শেষ সময়েঃ সেহরী ও নামায এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময়। সহীহ মুসলিম: ২৪১৮

৩। তারাবীহ আদায় করাঃ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’ [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]

তারাবীহ এর সালাত তার হক আদায় করে অর্থাৎ ধীরস্থীরভাবে আদায় করতে হবে। তারাবীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুম্মাহ এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আছে: “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রছান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাবীহ) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে” [সুনান আবু দাউদ : ১৩৭৭, সহীহ]

৪। সাহরী খাওয়াঃ সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে এসেছে: “সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক চোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন” [মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]

আমাদের রোযা এবং আহলি কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। সহীহ মুসলিম: ২৪১৬

প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা আরশ থেকে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আর বান্দাদেরকে এই বলে আহ্বান করেন : مَنْ يَذْغُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ : وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

‘এখন যে ব্যক্তি আমার কাছে দু‘আ করবে আমি তা কবুল করব, যা কিছু আমার কাছে এখন চাইবে আমি তাকে তা দিব এবং যে আমার কাছে এখন মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দিব। (বুখারী : ৬৩২১; মুসলিম : ৭৫৮)



৭। ইফতার প্রকৃততার সাথে করাঃ যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। বুখারী: ১৮১৮
তিনটি বিষয় নাবী চরিত্রের অংশ : সময় হওয়ামাত্র ইফতার করে ফেলা, সাহরী শেষ ওয়াক্তে খাওয়া এবং সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। (মোজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০৫)

৮। ইফতারের দু'আ করাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ غَتَّقَاهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
ইফতারের সময় আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এ মুক্তি দানের পালা রমায়ানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে। সে সময় সিয়াম পালনকারী প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবুল হয়।” (আহমাদ : ৭৪৫০)

৬। ইফতার করাঃ “যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র ” [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭, সহীহ]



৯। ইফতার ও সাহরীতে খেজুর খাওয়াঃ মু'মিনের সাহরীতে উত্তম খাবার হল খেজুর। (আবু দাউদ : ২৩৪৫)
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى زُطَبَاتٍ قِيلَ أَنْ يُسَلِّيَ...
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) সালাতের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর পাওয়া না যেত তবে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি শুকনো খেজুর পাওয়া না যেত তাহলে কয়েক টোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন। (আহমাদ : ৩/১৬৪)

১০। সারাদিনই দু'আ করতে থাকাঃ

“রমযানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তা'আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দো'আ কবুল করা হয়” [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২]

তোমার আল্লাহকে ডাকো,কাঁদো কাঁদো কঠে, চুপে চুপে। নিশ্চিতই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। যমীনে বিপর্ষয় সৃষ্টি করো না, যখন তার সংশোধন ও সুস্থতা বিধান করা হয়েছে। এবং আল্লাহকে ডাকো ভয় সহকারে এবং আশাবিত্ত হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত নেক চরিত্রের লোকদের অতি নিকটে। সূরা আল আ'রাফ: ৫৫-৫৬

১১। সব ধরনের পাপাচার থেকে বিরত হওয়াঃ

তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী

•রাসূল সা. বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ যার দ্বারা সিয়াম পালনকারী নিজেকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে পারে। মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৬৫

১২। বিশেষ ভাবে মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকাঃ

রাসূল সা. বলেছেন:(রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৮

যখন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মিথ্যা কথনের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা হেইল (বা দৃষ্টিসীমার বাইরে) দূরে সরে যায়। আল জামে আত তিরমিযী: ১৯২২

১৩। বাগড়া থেকে দূরে থাকাঃ

তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী

১৪। ভালো কাজে অগ্রসর হওয়াঃ

এ মাসটিতে একটি ভাল কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহবান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন” [সুনান আত-তিরমিযী : ৬৮৪]

• প্রত্যেক জিনিষের যাকাত বা পরিশুদ্ধি আছে। শরীরের পরিশুদ্ধি হচ্ছে রোযা। রোযা সবরের অর্ধেক।ইবনে মাজা

১৫। চোখের পানি ফেলে দু'আ করা স্কম্মা লাভেরঃ

দো'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দো'আ করা ও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি করা। ‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে আমীন, আমীন, আমীন বললেন। তাঁকে বলা হল, হে রাসূল! আপনি তো এরূপ করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমাকে বললেন, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেয়েও (তাদের খেদমত করে) জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারল না। তখন আমি বললাম, আমীন। অতঃপর তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না। আমি বললাম, আমীন। জিবরাঈল আবার বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার নিকট আমার নাম আলোচিত হল অথচ সে আমার উপর দুরূদ পড়ল না। আমি বললাম, আমীন। -আল আদাবুল মুফরাদ : ২২৫, হাদীস ৬৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৮

১৬। রোজাদারকে ইফতার করানোঃ

প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা হাদীসে এসেছে: “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না” [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহীহ]

১৭। নিয়ত করাঃ

ফজর উদয় হওয়ার আগেই অর্থাৎ রাতের মধ্যেই নিয়ত করে ফেলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

১. যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সিয়াম পালনের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (আবু দাউদ : ২৪৫৪)

مَنْ لَمْ يَبْيُتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

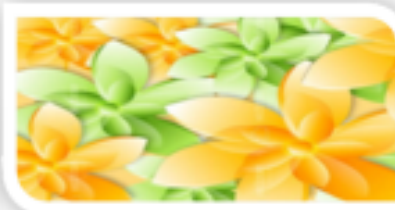
২. যে ব্যক্তি রাতের মধ্যেই সিয়ামের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (এ নির্দেশ শুধুমাত্র ফরয রোযার ক্ষেত্রে) (নাসাঈ : ৪/১৯৬)

যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের জন্য সাহরী খেল- এ সাহরী প্রমাণ করে যে এটা তার শুধুমাত্র সিয়াম পালনের জন্যই খাওয়া হয়েছে। কাজেই এ সাহরী নিয়তের জ্বলাভিষিক্ত বলে ধরে নেয়া যায়।

১৮। কুর'আনের সাথে সম্পর্ক করা, পুরা কুর'আন পড়াঃ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রমাদান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখি নি” [সহীহ মুসলিম : ১৭৭৩]

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জাল্লাতে তোমার অবজ্ঞান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে” [সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]



১৯। কুর'আন শুনানো ও শুনতেনঃ

রমাদান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। ইবনে আববাস রা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: জিবরাইল আ রমাদানের প্রতি রাতে রমাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল তাকে কুরআন শোনাতে। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতে এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনে।

২০। সাদাকা করাঃ এ মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইয়াতীম, বিধবা ও গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। হিসাব করে এ মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সা এ মাসে বেশি বেশি দান খয়রাত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা থেকে বর্ণিত: “রাসূলুল্লাহ সা ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমাদানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত” [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

২১। তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ঃ

নবী সা বলেছেন: “ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত” [সহীহ মুসলিম : ২৮১২]

২২। উমরাহ আদায় করাঃ

“রমাদানে উমরা পালন হজ আদায়ের সমান বা আমার সাথে হজ আদায়ের সমান। সহীহ মুসলিম।

২৩। বেশী বেশী মিসওয়াক করাঃ

১- ইমাম বুখারি (নং ৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার

নির্দেশ দিতাম।” ২- ইমাম নাসাই, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“মিসওয়াক হচ্ছে- মুখ পবিত্রকারী ও রস্মকে সম্বলিতকারী” [নাসাই (৫), আলবানী সহিহ নাসাই গ্রন্থে (৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: সঠিক মতানুযায়ী দিবসের প্রথমভাগে হোক বা শেষভাগে হোক রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৬৮]

২৪। শেষ দশ দিন ইতিকাফে বসাঃ

“আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।” [সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

২৫। ফিতরা আদায় করাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন একজন সাইমের (সোওম পালনকারীর) অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা স্বরূপ ও মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্য। যে তা সালাতের আগে আদায় করে তা কবুলযোগ্য যাকাত (হিসেবে গন্য হবে) আর যে তা ঈদের (ঈদুল ফিতর) সালাতের পর আদায় করে, তা সাদাকাহ সমূহের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে। সুন্নে আবু দাউদ: ১৬০৯

• ওয়াজিব হলো সকল প্রকার খাবারের এক স্বা অর্থাৎ নবী সা.এর হিসাব অনুযায়ী এক স্বা (যাকাতুল ফিতর) আদায় করা আর তার পরিমাণ হলো স্বাভাবিক দুই পূর্ণ হাতের চার মুঠো, ওজনের হিসেবে তা ৩ কিলোগ্রামের কাছাকাছি।

শাইখ ইবনে বায রহ. এর মতে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম। শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহ) বলেছেন, চাল দিয়ে এর পরিমাণ হবে ২১০০ গ্রাম অর্থাৎ ২.১ কিলোগ্রাম ফাতওয়া আয যাকাত: ২৭৪-২৭৬

• ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

সময় মত সালাত আদায় করাঃ

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।’

[সূরা নিসা : ১০৩]

শুকরিয়া আদায় করাঃ

রমাদান মাস পাওয়া এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এই মাসে কুর’আন নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর। [সূরা আলবাকারা : ১৮৫]

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন’।” [সূরা ইবরাহীম : ৭]



